প্রকাশকের নিবেদন

আল্লাহ সোবহানাহু ওয়া তায়ালার দরবারে অসংখ্য শোকরগুযারী করছি, তিনি 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর মতো একটি নগন্য প্রতিষ্ঠানকে এ যুগের দুটো সেরা কোরআনের তাফসীরকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও প্রকাশ করার সৌভাগ্য ধন্য করেছেন। গত বছরের শুরুর দিকে শহীদ সাইয়েদ কুতুব এর কালজয়ী তাফসীর গ্রন্থ 'ফী যিলালিল কোরআন'-এর বাংলা অনুবাদ ও প্রকাশনার কাজ হাতে নেয়ার পর এক বছর শেষ না হতেই– আমরা আপনাদের হাতে আমাদের দ্বিতীয় উপহার 'তাফসীরে ওসমানীর' বাংলা তরজমা তুলে দিতে সক্ষম হলাম, এই অস্বভাবিক সাফল্যের জন্যে হাজার বার মালিকের দুয়ারে কৃতজ্ঞতার মাথা নোয়ালেও তার যথাযথ 'হক' আদায় হবে না।

গ্রন্থটি প্রকাশ করতে গিয়ে প্রথমেই আমরা সমস্যায় পড়লাম, কোরআনের বাংলা তরজমা নিয়ে। মূল তাফসীরে শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান-এর যে তরজমা রয়েছে তার বাংলা রূপান্তর করতে গিয়ে দেখা গেলো তা কোরআনের ভাবকে আরো জটিল করে তুলছে। তাছাড়া শাব্দিক অনুবাদ উর্দূ ভাষায় চালু থাকলেও বাংলা ভাষার ব্যবহার রীতি ও ভাষা বোঝানোর জন্যে এই পদ্ধতি এখন অনেকটা সেকেলে। অবশেষে 'আল কোরআন একাডেমী লন্ডন'-এর সিদ্ধান্ত মোতাবেক আমরা কোরআনের ভিন্ন অনুবাদ ব্যবহার করলাম। এই অনুবাদের দায় দায়িত্ব সম্পূর্ণত আমার নিজস্ব, আল্লাহ তুমি আমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করো।

এটা করতে গিয়ে আমরা পড়লাম আরেকটি সমস্যায়। মাওলানা ওসমানী তার ওস্তাদ হযরত মাহমুদুল হাসান এর তরজামাকে সামনে রেখে টিকা লিখেছেন, কিন্তু আমরা যখন কোরআনের ভিন্ন তরজমা ব্যবহার করেছি, তখন স্বাভাবিকভাবেই মাঝে মাঝে তরজমার সাথে টিকার কিছুটা অসংগতি দেখা দেয়। কারণ যে শব্দটির তিনি ব্যাখ্যা করেছেন, সেই শব্দটি আদৌ হয়তো আমাদের অনুদিত তরজমায় আসেনি। আবার আসলেও বাংলা ভাষার বাক্য রীতিতে হয়তো তা স্থানান্তর হয়ে টিকার নম্বরের আগে পরে বসে গেছে। এই সব সমস্যা যে আমরা সর্বাংশে সমাধান করতে পেরেছি– সে কথা বলার সাহস আমার নেই, তবে আমরা আমাদের চেষ্টায় ত্রুটি করিনি এটুকু বলার সাহস আমার আছে। টিকার নং বসাতে গিয়েও মাঝে মাঝে আমরা দ্বিধাগ্রস্থ হয়ে পড়েছি, তরজমা এবং তাফসীরের পার্থক্য বুঝানোর জন্যে আমরা সর্বত্রই একটা স্বতন্ত্র রেখা টেনে দিয়েছি।

এই মূল্যবান তাফসীরটি প্রধানত অনুবাদ করেছেন, কোরআন মজীদের আলেম ও হাফেজ আমার একান্ত সুহৃদ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী। তিনি এই অনুবাদের কাজটি শুরু করেছেন আজ থেকে ১৮-১৯ বছর আগে। বিগত দেড় যুগ ধরে এই তাফসীরটি প্রকাশনার জন্যে তিনি চকবাজার, বাংলাবাজার, বায়তুল মোকাররম-সহ দেশের বহু নামী দামী ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে ধর্না দিয়েছেন বহুবার। বহু লোক তাকে ওয়াদা দিয়েছে; কিন্তু মূল পাণ্ডুলিটি যেই তিমিরে ছিলো সেই তিমিরেই রয়ে গেলো।

হাফেজ সিদ্দিকী এই গ্রন্থের অনুবাদ শুরু করেছেন দেড় যুগ আগে। তাই বাংলা ভাষায় একে উপস্থাপনার সার্থে এর একটা সার্বিক সম্পাদনার প্রয়োজন ছিলো। আজ যে তরজমাটি আপনার হাতে আছে, তা মূলত এর সম্পাদিত অনুবাদ। অবশ্য হাফেজ সিদ্দিকী নিজেও আমার সম্পাদিত এই অনুবাদের ব্যাপারে পূর্ণ ওয়াকেবহাল।

এই খন্ডে যা আছে–

সূরা আল মায়েদা
সূরা আল আনয়াম
সূরা আল আ'রাফ
সূরা আল আনফাল
সূরা আত্ তাওবা

সূরা আল মায়েদা

আয়াত ১২০ রুকু ১৬

মদীনায় অবতীর্ণ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۭ اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيْمَةُ الْاَنْعَامِ اِلَّا

مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ ۭ اِنَّ اللّٰهَ يَحْكُمُ مَا

يُرِيْدُ ① يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُحِلُّوْا شَعَاۗىِٕرَ اللّٰهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ

وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَاۗىِٕدَ وَلَآ اٰۗمِّيْنَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنْ

رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۭ وَاِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوْا ۭ

রহমান রহীম আল্লাহ তায়ালার নামে–

রুকু ১

১. হে মানুষ, তোমরা যারা ঈমান এনেছো তোমরা ওয়াদাসমূহ[১] পূরণ করো (মনে রেখো); তোমাদের জন্যে চার পা'বিশিষ্ট পোষা জন্তু হালাল করা হয়েছে,[২] তবে সেসব জন্তু ছাড়া, যা (বিবরণসহ একটু পরেই) তোমাদের পড়ে শোনানো হচ্ছে,[৩] এহরাম (বাঁধা) অবস্থায় (কিন্তু এসব হালাল জন্তু) শিকার করা বৈধ মনে করো না;[৪] (অবশ্যই) আল্লাহ তায়ালা যা চান সে আদেশই তিনি জারি করেন।[৫] ২. হে ঈমানদার বান্দারা, তোমরা আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনসমূহের অসম্মান করো না,[৬] সম্মানিত মাসগুলোকেও (যুদ্ধ-বিগ্রহের জন্যে) কখনো হালাল বানিয়ে নিয়ো না,[৭] (আল্লাহর নামে) উৎসর্গীকৃত জন্তুসমূহ ও যেসব জন্তুর গলায় (উৎসর্গের চিহ্ন হিসাবে) পট্টি বেঁধে দেয়া হয়েছে,[৮] যারা (আল্লাহর) অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে (আল্লাহর) পবিত্র ঘর কা'বার দিকে রওনা দিয়েছে (তাদের তোমরা অসম্মান করো না),[৯] তোমরা যখন এহরামমুক্ত হবে তখন তোমরা শিকার করতে পারো,[১০]

১. শরয়ী ঈমান হচ্ছে দু'টি জিনিসের নাম–সহীহ মা'রেফাত এবং তসলিম ও ইনকিয়াদ অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের সমস্ত বাণীকে সত্য-সঠিক বলে বিশ্বাস করে নিয়ে তার সামনে আত্মসমর্পণ করা, এখলাস ও নিষ্ঠার সাথে তা কবুল করে নেয়া। এই স্বীকার করে নেয়ার অংশ হিসাবে ঈমান হচ্ছে মূলত খোদার সকল কানুন-বিধান মানা এবং সমস্ত হক আদায় করার একটা সুদৃঢ় প্রতিশ্রুতি, এক অটল অংগীকার। যেন 'আমি কি তোমাদের রব নই'–এ পর্যায়ে আল্লাহ তায়ালার সাথে যে পরিপূর্ণ অংগীকার গ্রহণ করা হয়েছিলো, যার স্পষ্ট ক্রিয়া মানুষের প্রকৃতিতে আজও কার্যকর রয়েছে, তারই নবায়ন ও ব্যাখ্যাই শরীয়ত সম্মত ঈমান। শরয়ী ঈমানে যে স্বাভাবিক ও সংক্ষিপ্ত অংগীকার-প্রতিশ্রুতি ছিলো, গোটা কোরআন ও সুন্নায় তারই

ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ঈমানের দাবী করার তাৎপর্য দাঁড়ায় এই যে, বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার সকল বিধানে এই অংগীকার করেছে, সকল ক্ষেত্রে সে মালিকের অনুগত থাকবে। আল্লাহ তায়ালার সে সব বিধানের সম্পর্ক সরাসরি আল্লাহর সাথে হোক বা বান্দাহর সাথে, দৈহিক লালন-পালনের সাথে হোক বা রূহানী এসলাহ-সংশোধনের সাথে, দুনিয়ার স্বার্থের সাথে হোক, বা আখেরাতের কল্যাণের সাথে, ব্যক্তিগত জীবনের সাথে হোক বা সামাজিক জীবনের সাথে, যুদ্ধের সাথে হোক, বা সন্ধির সাথে। নবী করীম (স.) সাহাবায়ে কেরামের নিকট থেকে ইসলাম, জেহাদ, শুনা ও মেনে নেয়া এবং সৎ স্বভাব ও ভালো কাজে বায়আতের আকারে যে অংগীকার-প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতেন, তা ছিলো এই ঈমানী অংগীকারের একটা অনুভূত চিত্র। আর যেহেতু ঈমান প্রসঙ্গে বান্দাহ আল্লাহ তায়ালার জালাল-জাবারুত-এর সত্যিকার জ্ঞান, তাঁর ইনসাফ-এনতিকামের পূর্ণ শান এবং তাঁর প্রতিশ্রুতির সত্যতার পূর্ণ বিশ্বাস-আস্থাও অর্জিত হয়, তাই এর দাবী হচ্ছে এই যে, সে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও গাদ্দারীর ধ্বংসাত্মক পরিণতিকে ভয় করে আল্লাহর সাথে বা স্বয়ং নিজের সত্তার সাথে কৃত সকল অংগীকার এমনভাবে পূরণ করবে, যাতে আসল মালিকের ওফাদারীতে কোনো পার্থক্যই দেখা দিতে না পারে। আমাদের এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী 'উকুদ' বা অংগীকার প্রসঙ্গে অতীত মনীষীদের নিকট থেকে যে সব উক্তি উল্লিখিত হয়েছে, তার সবগুলোতেই সামঞ্জস্য বিধান হয় এবং আয়াতে 'হে ঈমানদাররা' বলে সম্বোধন করার তাৎপর্য প্রতিভাত হয়ে যায়।

২. সূরা নিসায় উল্লেখ করা হয়েছে যে, যুলুম ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের শাস্তি স্বরূপ ইহুদীদেরকে অনেক হালাল ও পবিত্র জিনিস থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিলো (সূরা নিসা রুকু ২২)। এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে সূরা আনআম-এ। মহানবী (স.)-এর উম্মতকে প্রতিশ্রুতি পূরণ করার হেদায়াতের সাথে সাথে এ সব জিনিস দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উট-গাভী-ভেড়া-বকরী এবং এই ধরনের সকল পালিত ও জঙ্গলী পশুপাখী, জন্তু যেমন হরিণ, নীল গাভী ইত্যাদি তোমাদের জন্য সকল অবস্থায়ই হালাল করা হয়েছে। অবশ্য সে সব জন্তু-জানোয়ার ছাড়া, যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা কোরআনুল করীমে বা নবী করীম (স.)-এর যবানীতে তোমাদের শারীরিক, আর্থিক বা নৈতিক প্রয়োজনে হারাম করা হয়েছে।

৩. সম্ভবত এর অর্থ সেই সব জিনিস–যার উল্লেখ এই রুকূর তৃতীয় আয়াতে করা হয়েছে। অর্থাৎ 'হুররেমাত আলাইকুমুল মাইতাতু যালেকুম ফেস্‌ক পর্যন্ত।

৪. মুহরেম বা এহরামকারীর জন্য ডাঙ্গার জানোয়ার শিকার করা জায়েয নেই। নদীর জন্তু শিকার করার অনুমতি আছে। যখন এহ্‌রাম অবস্থার মর্যাদা এতোটুকু যে, তাতে শিকার করা নিষিদ্ধ হয়েছে, তা হলে স্বয়ং হেরেম শরীফের হুরমত ও মর্যাদা–এর চাইতে অনেক বেশী হওয়া উচিত। অর্থাৎ হেরেম শরীফের জানোয়ার শিকার করা মুহরেম ও অ-মুহরেম সকলের জন্যই হারাম হবে, যেমন 'তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে হালাল করো না'– এই নির্দেশ থেকে স্বাভাবিকভাবেই বুঝা যায়।

৫. অর্থাৎ যে আল্লাহ তায়ালা সমস্ত সৃষ্টিকুলকে সৃষ্টি করেছেন অতপর পরিপূর্ণ হেকমত-প্রজ্ঞার সাথে তাদের মধ্যে পরস্পরের মর্যাদায় পার্থক্য সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টিকুলের প্রতিটি শ্রেণীর মধ্যে নিজ নিজ যোগ্যতা-প্রতিভা অনুপাতে পৃথক পৃথক স্বাভাবিক বৈশিষ্ট ও শক্তি-সামর্থ গচ্ছিত রেখেছেন, জীবন-মৃত্যুর নানা রং-রূপ ব্যবস্থা করেছেন, পূর্ণ ইখতিয়ার, ব্যাপক

জ্ঞান আর চরম প্রজ্ঞা বলে সৃষ্টিকুলের মধ্যে যে কারো যে কোনো জিনিসকে যে কোনো অবস্থায় খুশী হালাল-হারাম করার পূর্ণ অধিকার তাঁর রয়েছে–এতে কোনো প্রকার সন্দেহ নেই। 'তাঁর কাজ সম্পর্কে তিনি জিজ্ঞাসিত হবেন না, তারা নিজেরাই বরং জিজ্ঞাসিত হবে।'

৬. অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার শ্রেষ্ঠত্ব এবং তিনিই যে একমাত্র মাবূদ, তা প্রতিপন্ন করার জন্য যেসব জিনিসকে প্রতীক-চিহ্ন নির্ণয় করা হয়েছে, তোমরা সেই সব জিনিস-এর মর্যাদা নষ্ট করবে না। হেরেম শরীফ, বায়তুল্লাহ শরীফ, জামরাত, সাফা-মারওয়াহ, কোরবানীর পশু, এহরাম, সমস্ত মসজিদ, সকল আসমানী কেতাব ইত্যাদি সব জিনিস আল্লাহ নির্ধারিত সকল সীমারেখা, সকল ফরয এবং দ্বীনের সকল বিধানই এর অন্তর্ভুক্ত। এসব নিদর্শনের মধ্যে হজ্জের অনুষ্ঠান সংক্রান্ত কতিপয় বিশেষ বিষয় এখানে উল্লেখ করা হয়েছে, যেমন এর পূর্ববর্তী আয়াতেও এহরামকারীর কোনো কোনো বিধান বর্ণনা করা হয়েছিলো।

৭. হারাম মাস ৪টি (সূরা তাওবাঃ রুকু ৫)–যিলক্বদ, যিলহজ্জ, মুহররম এবং রজব। এ মাসগুলোর তাযীম-সম্মান হচ্ছে এই যে, অন্য মাসগুলোর চেয়ে এ মাসগুলোতে বেশী নেকী করবে, তাকওয়া অবলম্বন করবে, অন্যায়-অনাচার থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে। বিশেষ করে হাজীদেরকে উত্ত্যক্ত করে বায়তুল্লাহর হজ্জ থেকে বারণ করবে না। যদিও বছরের বারটি মাসেই এই সব কাজ করা অবশ্য কর্তব্য; কিন্তু এ সম্মানিত মাসগুলোতে এ সব কাজের গুরুত্ব আরও বেশী। অবশ্য ইসলামের দুশমনদের মোকাবেলায় প্রতিরোধ ও প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা ওলামাদের সর্বসম্মত মতে এ মাসেও নিষিদ্ধ নয়। বরং ইবনে জারীর মোফাসের তো এ ব্যাপারে এজমা বা সকলের ঐকমত্য উল্লেখ করেছেন। এ সম্পর্কে সূরা তাওবায় আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

৮. 'কালায়েদ কালাদার' বহুবচন। এটি দ্বারা সেই হার বা রশি বুঝানো হয়েছে, কোরবানী জন্তুর গলায় চিহ্ন হিসাবে যা পরানো হতো। এর উদ্দেশ্য ছিলো যাতে কোরবানী জন্তু মনে করে তাকে উত্ত্যক্ত না করা হয় এবং দর্শকরাও এ ধরনের কাজ করতে উৎসাহিত হয়। কোরআন মজীদ এ সব জিনিসের সম্মান-মর্যাদা বহাল রেখেছে এবং কোরবানী বা তার চিহ্নকে নিয়ে বিদ্রূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৯. বাহ্যত এই শান কেবল মুসলমানদের। অর্থাৎ যেসব নিষ্ঠাবান মুসলমান হজ্জ ও ওমরার জন্যে গমন করে তাদের সম্মান করবে, তাদের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে না। যেসব মোশরেক বায়তুল্লায় হজ্জ করার জন্য আসতো, তারাও কি এই আয়াতের সাধারণ নির্দেশের অন্তর্ভুক্ত? কারণ, নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী তারাও তো আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য, অনুগ্রহ এবং সন্তুষ্টি বিধানের জন্যই এসে থাকে। এর জবাবে বলা চলে যে, এ হুকুম এই আয়াতটি নাযিল হওয়ার আগের, যাতে মোশরেকদেরকে নাপাক বলে আখ্যায়িত করে অতপর মসজিদে হারামের নিকটে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'মোশরেকরা নাপাক তারা যেন এ বছরের পর মসজিদে হারামের নিকটেও না আসে।' এ আয়াতটি নাযিল হলে মোশরেকদের মসজিদে হারাম-এর কাছে আসা নিষিদ্ধ করে ঘোষণা জারী করা হয়।

১০. অর্থাৎ এহ্‌রাম অবস্থায় শিকার করা যে নিষিদ্ধ করা হয়েছিলো, এহ্‌রাম খোলার পর তা অবশিষ্ট নেই।